হাঁড়ি-পাতিল হাতে জামায়াতের বিক্ষোভে নারীরা



ছবি: সংগৃহীত

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম কমানোসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজধানীর বাড্ডায় বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তর। বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) বিকেলের এ কর্মসূচিতে নারীদের হাতে হাঁড়ি-পাতিল ও এলপিজি গ্যাসের ফেস্টুন দেখা যায়।

উত্তর বাড্ডা ব্রিজের নিচে সমাবেশের পর একটি মিছিল বের করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে বাড্ডা ইউলুপের সামনে গিয়ে শেষ হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।

সমাবেশে সেলিম উদ্দিন বলেন, সাধারণ মানুষের আয় বাড়ার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেড়েছে। জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম কয়েক দফা বাড়লেও মানুষের উপার্জনে তার প্রতিফলন নেই। ফলে বাজার করতে গিয়ে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বাজারে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ভেঙে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সমালোচনা করে সেলিম উদ্দিন বলেন, কার্ড বিতরণের মতো কর্মসূচি দিয়ে মানুষের অসন্তোষ দূর করা যাবে না। জনগণের আস্থা অর্জনে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

পোশাকশ্রমিকদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বাড়তি জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন বাড়ানোর দাবি শ্রমিকদের ন্যায্য। দ্রব্যমূল্যের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ কিংবা প্রাণহানির মতো ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো।

শ্রমিকদের হয়রানি ও চাকরিচ্যুতি বন্ধ এবং সময়মতো বেতন পরিশোধের দাবি জানান জামায়াতের এই নেতা। পাশাপাশি আন্দোলনের সময় গাড়ি ভাঙচুর ও কারখানায় অগ্নিসংযোগ না করার আহ্বান জানান তিনি। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির আন্দোলন যেন কোনো তৃতীয় পক্ষের কারণে ভিন্ন পথে পরিচালিত না হয়, সে বিষয়েও সতর্ক করেন।

কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, ইয়াসিন আরাফাত ও আতাউর রহমান সরকার। এ সময় জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য জামাল উদ্দিনসহ মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।